অশান্ত ক্যাম্পাস

-

প্রকাশিত: ২০:৪১, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সম্পাদকীয়

একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এক ছাত্রী ক্যাম্পাসের ২নং গেটের কাছে তার ভাড়া বাসায় রাত ১২টার দিকে প্রবেশ করতে গেলে উক্ত ভবনের দারোয়ান লাঞ্ছিত করেন তাকে। এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা চবি গেট সংলগ্ন জোবরা গ্রামে জড়ো হন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে বাকবিত-ার এক পর্যায়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষ। চলতে থাকে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা। এর জের ধরে প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থী ও ২০ জন গ্রামবাসী আহত হন।

শিক্ষার্থীরা গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে তাদের ওপর স্থানীয়রা হামলা চালায়। সংঘর্ষের খবরে চবির দুজন সহ-উপাচার্য, প্রক্টরসহ শিক্ষকরা দুই পক্ষকে বোঝাতে গেলে তাদেরও কয়েকজন আহত হন। চবি কর্তৃপক্ষ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তারা সময়মতো আসেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে শেষ রাতে সেনা সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে দুই পক্ষ সরে গেলেও পরিস্থিতি এখনো থমথমে। উল্লেখ্য, এই ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চাকসু) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রায় দেড় মাস আগে। ফলে আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বুয়েট, রুয়েট, কুয়েট ও চুয়েটে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের ক্লাস পরীক্ষা। কমপ্লিট শাটডাউনের অংশ হিসেবে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সরকারি চাকরিতে ১নং গ্রেড নিয়ে বিএসসি এবং ডিপ্লোমা-প্রকৌশলী শিক্ষার্থীদের দ্বন্দ্ব শেষ হয়নি। দুই পক্ষই তাদের অবস্থানে অটল রয়েছে। কম্বাইন্ড বা সমন্বিত ডিগ্রির দাবিতে উপচার্যসহ ২ শতাধিক শিক্ষককে অবরুদ্ধ করার পর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনার জের ধরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ রাকসুর ভোটার তালিকায় প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধের মুখে পড়েছে ছাত্রদল। অন্যদিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চলছে অনুরূপ কর্মসূচি বাকসু নির্বাচনের দাবিতে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কোনো কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও চলছে রাজনৈতিক কর্মকা-, যেখানে এসব সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে সামনে আসছে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা আন্দোলনের কর্মসূচি। অনেক স্থানে বন্ধ রয়েছে ক্লাস কার্যক্রম। একাডেমিক অচলাবস্থা তৈরি করছে সেশনজটের মতো অনিবার্য বাস্তবতা। এ বিষয়ে ইউজিসির একজন সদস্য বলেন, বিভিন্ন ক্যাম্পাসে অস্থিরতা দেখে তারাও উদ্বিগ্ন। নির্বাচনি তফসিলের পর এমন আন্দোলন ভিন্ন বার্তা দিতে পারে। স্থানীয় প্রশাসনেরও সুদৃঢ় অবস্থানের ঘাটতি রয়েছে। এ বিষয়ে সব পক্ষেরই ধৈর্য ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করব পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে।